খরচ বাড়ার দরুন সংসার চালানো কস্টকর হয়ে পড়েছে তাহারা বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছেন। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সাহেব আরো জানান যে বর্তমানে এই দুর্মুল্যের বাজারে তাদেরকে যে বেতন প্রদান করা হয় তা দিয়ে তাদের সংসার চালানো খুবই কষ্ট সাধ্য কাউন্সিলরদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান পৌরভবনের ইমাম মোঃ রেজাউল করিম-কে মাসিক ৬০০০/-, গোপালগঞ্জ পৌরসভা জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুস সুবহান-কে মাসিক ৭৫০০/-এবং মুয়াজ্জিন, মাওলানা বাহা উদ্দিন -কে মাসিক ৬৫০০/- টাকার বেতন প্রদান করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে পৌরভবনের ইমাম মোঃ রেজাউল করিম-কে মাসিক ৬০০০/- টাকার স্থলে ১০,০০০/-টাকা, পৌরসভা জামে মসজিদের ইমাম পদে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী মাওলানা আব্দুস সুবহান-কে মাসিক ৭৫০০/- টাকার স্থলে ৯০০০/- টাকা এবং মুয়াজ্জিন, মাওলানা বাহা উদ্দিন -কে মাসিক ৬৫০০/- টাকার স্থলে ৮০০০/- টাকা প্রদানের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত বর্ধিত বেতন ১ অক্টোবর ২০২২ হতে কার্যকর হবে।

বাস্তবায়নেঃ পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/হিসাব রক্ষক, গোপালগঞ্জ পৌরসভা।

৫ নং বিবিধ আলোচনা(খ)ঃ (দোকানের নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে) ঃ পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সাহেব সভায় জানান, গোপালগঞ্জ পৌরসভার বাজারে বা বিভিন্ন মার্কেটে দোকান বরাদ্দ প্রদান করা আছে। বরাদ্দকৃত ভাড়াটিয়াগন তাদের আর্থিক ও পারিবারিক সমস্যার কারনে উক্ত দোকানের নাম পরিবর্তনের আবেদন করে থাকে। কাউন্সিলরদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে নাম পরিবর্তনের নির্ধারিত কোন ফি ধার্য্য নাই। রাজস্ব আদয়ের স্বার্থে ফি নির্ধারন করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে দোকানের নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ৫০,০০০/- টাকা এবং ভিটার নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ২৫,০০০/- টাকা নির্ধারন করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত ফি ০১ অক্টোবর ২০২২ হতে কার্যকরী হবে।

বাস্তবায়নেঃ পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, গোপালগঞ্জ পৌরসভা।

৫ নং বিবিধ আলোচনা(গ)ঃ (মুক্তিযোদ্ধাদের পানি ও করের বিল মওকুফ প্রসঙ্গে) ঃ পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সাহেব সভায় জানান, গোপালগঞ্জ পৌরএলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাগন তাদের পৌরকর ও পানির বিল মওকুফ করার জন্য আবেদন করেছেন। তিনি তাদের আবেদন সমুহ সভায় উপস্থাপন করেন। তাদের পৌর কর ও পানির বিল মওকুফ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা আবশ্যক। এতে কাউন্সিলরগন একমত পোষন করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে গোপালগঞ্জ পৌরসভাধীন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পৌরকর ও পানির বিল মওকুফ করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যা আগামী ০১ অক্টোবর ২০২২ হতে কার্যকরী হবে।

বাস্তবায়নেঃ পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী প্রকৌশলী(পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন), এ্যাসেসর, গোপালগঞ্জ পৌরসভা।

৫ নং বিবিধ আলোচনা(ঘ)ঃ (পুরাতন লঞ্চঘাটের পার্শ্বের টয়লেট অপসারন প্রসঙ্গে) ঃ পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সাহেব সভায় জানান, গোপালগঞ্জ পৌরসভাধীন পুরাতন লঞ্চঘাটের পার্শ্বের টয়লেট ১৪২৯ সনের জন্য ইজারা প্রদান করা আছে। তিনি আরো জানান যে, পুরাতন লঞ্চঘাটের পার্শ্বের টয়লেট এর স্থানে পূর্বে মধুমতি নদীর লঞ্চঘাট অবস্থিত ছিল। ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ এবাদুল হক সভায় জানান, গোপালগঞ্জের গৌরব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুরাতন লঞ্চঘাটে লঞ্চে করে উঠা নামা করেছেন। তিনি উক্ত জায়গা স্মরনীয় করে রাখার জন্য পুরাতন লঞ্চঘাট পার্শ্বের টয়লেটের স্থানে সৌন্দয্যবর্ধক মুর‍্যাল নির্মান করার প্রস্তাব রাখেন। এতে সকল কাউন্সিলর একমত পোষন করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে গোপালগঞ্জ জেলার সৌন্দর্য বর্ধন করার স্বার্থে পুরাতন লঞ্চঘাট পার্শ্বের টয়লেট অপসারন করার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নিলামের মাধ্যমে অপসারণ করার জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হলো।

১। মোঃ এবাদুল হক, কাউন্সিলর, গোপালগঞ্জ পৌরসভা	আহবায়ক
২। স্বরূপ বোস, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, গোপালগঞ্জ পৌরসভা	সদস্য
৩। ইমরান আলী মোল্লা, কঞ্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর, গোপালগঞ্জ পৌরসভা	সদস্য
৪। রতন কুমার রায়, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল),গোপালগঞ্জ পৌরসভা	সদস্য
৫। তপন কুমার দাশ, সহকারী প্রকৌশলী, (পানি ও পয়:নিষ্কাশন), গোপালগঞ্জ পৌরসভ	সদস্য সচিব

গঠিত কমিটিকে আগামী ৬০ দিনের মধ্যে পুরাতন লঞ্চঘাটের পার্শ্বেল টয়লেট প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে বিক্রয় করার জন্য বলা হলো।

বাস্তবায়নেঃ সহকারী প্রকৌশলী, (পানি ও পয়:নিষ্কাশন), গোপালগঞ্জ পৌরসভা।

৫ নং বিবিধ আলোচনা (ঙ) ঃ (এফডিআর প্রসংগে) ঃ গোপালগঞ্জ পৌরসভার পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা সাহেব সভায় জানান, গোপালগঞ্জ পৌরসভাধীন পৌর পাবলিক হল শপিং কমপ্লেক্স মার্কেট এবং পৌর নিউ মার্কেট এর দোকান বরাদ্দের জামানত বাবদ বেশ কিছু অর্থ জমা হয়েছে। উক্ত অর্থ এসটিডি হিসাবে রাখার কারনে তেমন কোন মুনাফা পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায়, দোকান বরাদ্দের জামানতের অর্থ এফডিআর করা হলে পৌরসভার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। এ ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনান্তে পৌরসভার রাজস্ব আয় বৃদ্ধির স্বার্থে পৌর পাবলিক হল শপিং কমপ্লেক্স মার্কেট এবং পৌর নিউ মার্কেট এর দোকান বরাদ্দের জামানতের অর্থ এফডিআর করার সর্বময় ক্ষমতা মেয়র মহোদয়কে অর্পন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

বাস্তবায়নেঃ পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা ও হিসাব রক্ষক, গোপালগঞ্জ পৌরসভা।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

২০/১০/২২

(শেখ রকিব হোসেন)
মেয়র
গোপালগঞ্জ পৌরসভা।

২০/১০/২২